গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়
সিজিএ ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নং-সিজিএ/হিসাব ও সিডিপিইউ/বিবিধ/পৃষ্টাংকন/৪০৫/৯০০৪ তারিখঃ২৭/০৪/২০১৬ খ্রিঃ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্য সিনিয়র সচিব অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর ১৭/০৪/২০১৬ খ্রি: তারিখের ডিও পত্র নং ০৮.০১.০০০০.০৩০.০৩.০১১.১৬/২৪১(৭০) মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য পৃষ্ঠাংকন করা হলোঃ

০১। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, (সকল)।

০২। ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস, (সকল)।

[আপনার নিয়ন্ত্রনাধীন সকল উপজেলায় অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো]

০৩। জেলা হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা, (সকল)।

০৪। অফিস কপি।

(মোঃ কামাল উদ্দিন)
নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
ফোনঃ ৮৩৯২৩২১
ই-মেইলঃ kamalu8@finance.gov.bd

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

Senior Secretary
Internal Resources Division
and
Chairman
National Board of Revenue

ডি ও পত্র নং-০৮.০১.০০০০.০৩০.০৩.০১১.১৬./২৪৭ (৭০)

তারিখঃ ০৪ বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
১৭ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ সরকারী কর্মচারিদের বেতন বিলের উপর উৎসে কর কর্তন।

আপনি অবগত আছেন যে দেশের মোট রাজস্বের শতকরা প্রায় পঁচাশি ভাগ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংগ্রহ করে থাকে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ১,৫০,০০০/- কোটি টাকার রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করা হয়েছে, যা অর্জনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ প্রচেষ্টায় আপনার দপ্তর কর্তৃক সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বেতন খাতে প্রাপ্ত আয়ের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫০ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তনের বিধান রয়েছে, যা সরকারি কর্মচারিদের বেতন-ভাতাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইতোমধ্যে জারিকৃত নতুন বেতন স্কেলে সরকারি কর্মচারিদের বেতন-ভাতা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে বেতন-ভাতা খাতে উৎসে করের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। কর আইনের বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী সরকারী কর্মচারিদের মূল বেতন, উৎসবভাতা ও বোনাস খাতে প্রাপ্ত আয় করযোগ্য। একজন সরকারি চাকুরিজীবী আয় বছরের শুরুতে তাঁর প্রাপ্য বেতন, উৎসব ভাতা ও বোনাসের পরিমাণ এর ভিত্তিতে বেতন-ভাতা খাতে করযোগ্য আয় নিরূপণপূর্বক তার উপর প্রযোজ্য আয়কর থেকে বিনিয়োগ জনিত সম্ভাব্য আয়কর রেয়াত ও উৎস কর/অগ্রিম কর বাদ দিয়ে নীট প্রদেয় করের পরিমাণ নিরূপণ করবেন এবং সে অনুযায়ী মাসিক ভিত্তিতে উৎস করের পরিমাণ হিসেব করে তা বেতন বিলে আয়কর কর্তন হিসেবে প্রদর্শন করবেন। সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা নির্ধারিত ছকে বেতন-ভাতাদি খাতে উৎসে কর্তনকৃত করের একটি সনদ সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারিকে প্রদান করবেন, যা সরকারী কর্মচারি তার আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় উৎসে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসেবে আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে এ বিষয় স্পষ্টীকরণ সংক্রান্ত পরিপত্রের কপি এ সাথে সংযুক্ত করা হলো।

আয়কর আইন যথাযথভাবে পরিপালনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির জন্য বর্ধিত রাজস্ব সংগ্রহের অর্পিত দায়িত্ব পালনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের সকল কর্মচারির বেতন-ভাতা পরিশোধের ক্ষেত্রে যাতে বিধান অনুযায়ী আয়কর কর্তন নিশ্চিত করা হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি।

সকলের অব্যাহত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে, এ আমার প্রতীতি।

আন্তরিকভাবে আপনার

(মোঃ নজিবুর রহমান)

জনাব মোঃ আবুল কাশেম
কন্ট্রোলার জেনারেল অব অডিট
বাংলাদেশ

অতিঃ সিজিএ (হিসাব ও পদ্ধতি)
ডাইরী নম্বরঃ .... তারিখঃ ....
ডিসিজিএ (হিসাব) ঃ অতি জরুরী।
ডিসিজিএ (পদ্ধতি) ঃ.......দিনের মধ্যে মন্তব্য দিন।
এএন্ডএও ঃ পরীক্ষা করে মতামত দিন।
হিসাব/সিস্টেমপিউ ঃ প্রয়োজনী ব্যবস্থা নিন।
পদ্ধতি-১/২ ঃ পৃষ্ঠাংকন করুন।
চলতি হিসাব জমা ঃ নথিভূক্ত করুন।
অতিঃ সিজিএ (হিসাব ও পদ্ধতি)

Addl. CGA
A/C

15/4/16

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
কর নীতি শাখা

পরিপত্র-২০১৫ (আয়কর)

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়করের ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তন সমূহের স্পষ্টীকরণ

২১। সরকারি চাকুরিজীবীদের বেতন-ভাতার উপর উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রবর্তন- আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 50 এর সংশোধনঃ

(ক) অর্থ আইন, ২০১৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 50 এর উপ-ধারা (1) এর পরে উপ-ধারা (1A) সংযোজন করা হয়েছে। নতুন সংযোজিত আইনের বিধান অনুসারে একজন সরকারি চাকুরিজীবী, যিনি নিজে Drawing and Disbursing Officer, তিনি আয় বছরের শুরুতে তাঁর প্রাপ্য বেতন, উৎসব ভাতা ও বোনাসের পরিমাণ এর ভিত্তিতে বেতন খাতে করযোগ্য আয় নিরূপন করবেন। বেতন খাতে করযোগ্য আয়ের উপর বিদ্যমান কর হার প্রয়োগ করে মোট প্রদেয় কর এর পরিমাণ নিরূপন এবং তা হতে বিদ্যমান হারে কর রেয়াত বাদ নিয়ে নীট প্রদেয় কর এর পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত গাড়ীর মালিক হলে গাড়ীর ফিটনেস নবায়নকালে পরিশোধকৃত অগ্রিম আয়কর বাদ দিয়ে নীট প্রদেয় কর এর পরিমাণ নিরূপন করবেন। উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিরূপিত নীট প্রদেয় কর ১২ (বার) দিয়ে ভাগ করে মাসিক প্রদেয় কর এর পরিমাণ নির্ধারণ করতঃ এবং প্রতি মাসের বেতন বিলে উক্ত পরিমাণ অর্থ কর পরিশোধ হিসেবে বাদ দিয়ে নীট প্রাপ্য বেতন ভাতার পরিমাণ নিরূপন করে বেতন বিল প্রণয়ন করবেন। কোন Drawing and Disbursing Officer তাঁর অধীনস্থদের বেতন বিল স্বাক্ষরের সময়েও উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

(খ) অর্থ আইন, ২০১৫ এর মাধ্যমে সংযোজিত ধারা 50 এর উপ-ধারা (1B) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আয় বছর শেষ হওয়ার পরবর্তী জুলাই মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে ধারা 50 এর উপ-ধারা (1A) অনুযায়ী উৎসে কর কর্তনের পরিমাণ উল্লেখ করে বিধি 18A অনুসারে নিম্নবর্ণিত ছকে একটি সনদপত্র প্রদান করবেনঃ

Certificate of deduction of tax under section 50(1B) on income chargeable under the head "Salaries" for the year ended as on ....

Name of the employee	Name of the office	Designation	Taxpayer's Identification Number	Amount of tax deducted	Remarks
1	2	3	4	5	6

Date ....

Signature, name and designation of the Accounts Officer/any other authorized officer